গৃহঋণ বার্তা

বিএইচবিএফসি র ত্রৈমাসিক বুলেটিন

বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন

৫ম বর্ষ
৪র্থ সংখ্যা

জুলাই-সেপ্টেম্বর
২০১৬ খ্রি.

"যারা কাজ করে তাদেরই ভুল হতে পারে
যারা কাজ করে না তাদের ভুলও হয় না।"
— বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

গত ৪ সেপ্টেম্বর চলতি পঞ্জিকা বর্ষের ২য় ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কর্পোরেশনের সদর দফতরস্থ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠানের সকল জোনাল ও রিজিওনাল ম্যানেজারগণ মূল অংশগ্রহণকারী হিসেবে সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব জনাব মো. ইউনুসুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেশন পরিচালনা পর্ষদের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ, পর্ষদের অন্যতম পরিচালক জনাব মো. আকতার-উজ-জামান ও বিএইচবিএফসি'র মহাবিভাগ-২ এর মহাব্যবস্থাপক জনাব মো. আমিন উদ্দিন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি. দায়িত্ব) ড. দৌলতুন্নাহার খানম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। প্রতিষ্ঠানের ১৪টি জোনাল অফিস ও ১৫টি রিজিওনাল অফিসের ব্যবস্থাপকবৃন্দ ছাড়াও সদর দফতরের সকল বিভাগীয় প্রধান, ইউনিট, ইনস্টিটিউট ও সেল-প্রধানগণ এবং বিভাগসমূহের দ্বিতীয় কর্তাব্যক্তি: সহকারী মহাব্যবস্থাপক/ সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসারগণ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর কর্ম-অধিবেশনে জোনাল ও রিজিওনাল অফিসসমূহের ব্যবসায়িক অর্জন পর্যালোচনা, এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মতামত ও নির্দেশনা গ্রহণান্তে অফিস প্রধানদের বক্তব্য ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়। দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এ সভার শেষাংশে বিভিন্ন বিভাগের প্রধানগণ স্ব-স্ব বিভাগ সম্পর্কিত বক্তব্য উপস্থাপন ও মাঠ-অফিসসমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন।

ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভা

ব্যাংকিং সচিবের উদ্বোধনী বক্তব্য

উদ্বোধনী বক্তৃতা ঃ জনাব মো.ইউনুসুর রহমান
সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে কর্পোরেশনের ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভায় আমন্ত্রণের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব জনাব মো. ইউনুসুর রহমান সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং অংশগ্রহণকারীদের শুভেচ্ছা জানান।

জনাব মো. ইউনুসুর রহমান বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে গৃহায়ণে বিএইচবিএফসি'র তাৎপর্যপূর্ণ অবদান মূল্যায়ন করেন। এ বিষয়ে তিনি বলেন, বিগত শতকের ৭০-এর দশকের ঢাকা শহরে ঋণে নির্মিত বেশিরভাগ বাড়ির অর্থের উৎস বিএইচবিএফসি। সে সময় নিম্ন-মধ্যবিত্তদের বাড়ির মালিক হওয়ার বিষয়টি ছিল অত্যন্ত দুঃসাধ্য। এ ক্ষেত্রে অল্পকিছু মানুষের সফলতার নেপথ্য কারিগর এই প্রতিষ্ঠান। তিনি বলেন, গৃহায়ণ খাতে তখন অর্থায়নকারী আর কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না।

জনাব মো. ইউনুসুর রহমান বিএইচবিএফসি'র প্রত্যাশিত বিস্তার ও ব্যবসায় উন্নতি না হওয়ার জন্য হতাশা ব্যক্ত করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি

বিএইচবিএফসি'তে পৌছুলে সচিব মহোদয়কে ফুলেরতোড়া উপহার দিয়ে স্বাগত জানানো হয়

প্রতিষ্ঠানটির তহবিল স্বল্পতার বিষয়টি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠানটিকে তহবিলের উৎস হিসেবে সরকারী সহায়তার উপর নির্ভরশীলতা কাটিয়ে উঠতে হবে। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হবে নিজ যোগ্যতায়। এসময় তিনি কর্পোরেশনের সাথে সাম্প্রতিক সময়ে ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের ব্যবসায়িক যোগাযোগের বিষয়টি ইতিবাচক হিসেবে উল্লেখ করেন। বিএইচবিএফসি'র সাথে আন্তর্জাতিক এ সংস্থাটির সুসম্পর্ক একটি বিশেষ সম্ভাবনা বলেও তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

ব্যাংকিং সচিব সরকার প্রদত্ত সর্বশেষ পে-স্কেল এর প্রশংসা করেন। এ প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্টদের ভালো অংকের বেতন প্রাপ্তির বিনিময়ে জনগণকে আরো বেশি সেবা প্রদানের আহবান জানান। তিনি সরকারী কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির সর্বাত্মক চেষ্টা করার জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, গতানুগতিক চিন্তা বাদ দিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে হবে। ঘুরে দাঁড়াতে চাইলে বিএইচবিএফসি'র জন্য তা অবশ্যই সম্ভব।

তিনি কর্পোরেশনের শ্রেণিকৃত ঋণের নিম্ন হার (৬.৮১ শতাংশ) এর প্রশংসা করেন। তবে, শতভাগ জামানতসমৃদ্ধ ও ঝুঁকিবিহীন হওয়ায় বিএইচবিএফসি'র ঋণে শ্রেণিকৃত'র হার আরও কম হওয়া উচিৎ মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন।

সচিব মহোদয় কর্পোরেশনকে স্বাবলম্বীতার প্রশ্নে সক্ষমতা অর্জনের আহবান জানান। এসময় সক্ষমতা অর্জনের লক্ষে তিনি নতুন নতুন পন্থা উদ্ভাবনের তাগিদ দেন। এ জন্য Innovative চিন্তা করার জন্যও আহবান জানান তিনি। অতঃপর তিনি সভার আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন ঘোষণার মধ্যদিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভা

পর্ষদ চেয়ারম্যানের শুভেচ্ছা বক্তব্য

গত ৪ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত কর্পোরেশনের ব্যবসায়িক পর্যালোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পর্ষদ চেয়ারম্যান জনাব শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ। অনুষ্ঠানে তিনি সমবেত অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। তাৎপর্য বিবেচনায় তাঁর বক্তব্যটি নিম্নে হুবহু তুলে ধরা হলোঃ

"সভার আনুষ্ঠানিক প্রচার মতে আমাকে বিশেষ অতিথির মর্যাদা দেয়া হয়েছে। আসলেই কী অতিথি? এ প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হিসেবে আমি নিজেকে এর একীভূত অংশ এবং আয়োজকদের একজন বলেই মনে করি।

ব্যাংকিং সেক্টরে দীর্ঘদিনের কর্ম-অভিজ্ঞতা রয়েছে। সে অভিজ্ঞতা এবং সাম্প্রতিক সংশ্লিষ্টতা ও পর্যবেক্ষণ থেকে বলছি ; ব্যাংকিং Career-টি যদি কোনও পথচলার নাম হয়, তবে সে পথ মোটেও সহজ নয়। এ পথ অত্যন্ত পিচ্ছিল। প্রতি পদক্ষেপেই স্খলন এবং পড়ে যাওয়ার ভয় আছে।

চাকুরিজীবনে অনেক প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি আছে। প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মাঝে অনেক বড় একটি গ্যাপ থাকে। তাই অপ্রাপ্তি বা বঞ্চনাজনিত কষ্ট থাকতেই পারে। হয়তো সবার মধ্যে এরকম কষ্ট কম বেশি আছেও। আমি বলি, এটা থাকবেও। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই কর্মক্ষেত্রই আমাদের রুজি-রুটি এবং বর্তমান সামাজিক মান-মর্যাদা ও Status -এর মূল নিয়ামক। তাই কাজকে আরাধনা মনে করতে হবে। সবকিছুর উর্ধ্বে আপনার দায়িত্ব। দায়িত্ব পালনে সফলতার পুরস্কার যে পাওয়া যায় না- একথা আমি বিশ্বাস করি না।

সমাজে আমরা যে যা-ই হই না কেন, চাকরিসূত্রে প্রত্যেকেই জনগণের সেবক। এর বেশিকিছু ভাবলেই ভুল হবে। আমরা রাষ্ট্রের কর্মচারী। আমাদের নিয়োগকর্তা এবং বেতন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ আসলে তো জনগণ। এই কর্তৃপক্ষের সেবা প্রদানের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অবশ্যই থাকতে হবে। ভালো একজন সেবকের চাকুরি জীবনে সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

আবেগ বা Emotion আছে বলেই প্রাণীকুলে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। মানবিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে মানুষের আবেগ অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে, অত্যধিক আবেগ মানুষকে Crazy করে তোলে। এই অতি আবেগ মেধা দিয়ে বশীভুত করতে হবে।

Relation Building বা সম্পর্ক গঠন এবং সম্পর্ক উন্নয়ন সামাজিক জীবনে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে উন্নত ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আন্ত-সম্পর্ক সফলতার অন্যতম নিয়ামক। প্রতিষ্ঠানের হয়ে আপনাকে স্বার্থ ও ব্যবসায়সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সম্পর্ক তৈরি ও তার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এ ক্ষেত্রে Mannerism উন্নত করতে হবে। অন্যের প্রয়োজন ও এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে হবে। ব্যক্তি মানুষটি যেই হোক তাঁর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান ও শ্রদ্ধা রাখতে হবে। অন্যের চিন্তা, প্রকাশ ও মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। আমি আশা করবো, প্রতিটি কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রতিষ্ঠানের একজন প্রতিনিধির মানসিকতা নিয়ে Public Relation officer-এর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন।

এখানে উপস্থিত প্রতিটি কর্মকর্তাই তো স্ব-স্ব অবস্থানে একেকজন Leader বা নেত্রীস্থানীয় ব্যক্তি। এ Leader-দের নেতৃত্বের সব উন্নত গুণাবলী অর্জন করতে হবে। নিজ যোগ্যতা, দক্ষতা ও পরিশীলিত আচরণের মধ্যদিয়ে অধস্তনদের শ্রদ্ধা অর্জন করতে হবে।

মানুষের হৃদয় ও মনের ঔদার্য তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ঔদার্যের এ মহান গুণটি মানুষের মধ্যথেকে ক্রমশ: যেন হারিয়ে যেতে বসেছে। সমাজে আমাদের অবস্থান নেহায়েত অসম্মানজনক কোনও স্তরে নয়। এ অবস্থানে থেকে প্রাপ্তি বিবেচনায় সৃষ্টিকর্তার প্রতি শোকর গুজার করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। একজন সন্তুষ্টচিত্তের মানুষের ঔদার্য চর্চার সুযোগ অনেক। আমাদেরকে ঔদার্যের সম্পদে সম্পদশালী হতে হবে। কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার এবং ক্ষমার গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে ঔদার্য অর্জন করা যায়।

আমাদের প্রত্যেকের পেশার সাথে দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থ জড়িত। তাদের বৈধ স্বার্থ যখন আপনার পেশার সাথে জড়িত, তখন দেশপ্রেমের প্রসঙ্গ চলে আসে। এ দেশ আমাদের ; এ দেশের মানুষ আমাদের স্বজন। তাই দেশ ও দেশের মানুষকে ভালবাসতে হবে। দেশের সার্বিক উন্নয়ন চিন্তা ভেতরে লালন করতে হবে। সমগ্র বাংলাদেশকে আমাদের নিজেদের একান্ত আপন পল্লী মনে করে এর উন্নয়নে কাজ করতে হবে।

কর্পোরেশনে যোগদানের পর বিভিন্ন সময়ে আমি প্রতিষ্ঠানটির অনেক অফিস পরিদর্শন করেছি। খুলনা ও ময়মনসিংহ অফিস দুটি বিশাল ভৌগলিক ও বিএইচবিএফসির ব্যবসায়-বান্ধব অঞ্চল মনে হয়েছে। এ দুটি অফিসের আরো Upgradation সময়ের দাবী। এখানে মহাব্যবস্থাপক (জিএম) পদাধিকারী কর্মকর্তার পদায়ন প্রয়োজন। সরকারের রেলওয়ে মন্ত্রণালয় খুলনা অফিসের জমি হুকুম-দখল করতে চায়। প্রতিষ্ঠানের এ সম্পত্তি রক্ষায় সকলকে যার যার অবস্থান থেকে কাজ করতে হবে। ঐতিহ্যবাহী এ প্রতিষ্ঠানটির মৌলিক চাহিদা পূরণের গুরুত্বের তুলনায় রেলওয়ের সৌন্দর্যবিধান গুরুত্বপূর্ণ নয়। আসুন, আমরা সবাই এ প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়ন ও সুনাম বৃদ্ধির বিষয়ে সর্বোচ্চ মনোযোগী ও কর্মতৎপর হয়ে উঠি। এ আহবানের মধ্যদিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আল্লাহ্ হাফেজ।"

জাতীয় শোক দিবস পালন

শ্রদ্ধা স্মরণ শপথ ও দোয়া

বাঙালি জাতির সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের দিন ১৫ আগস্ট। সবচেয়ে শোকাবহ দিন ১৫ আগস্ট। সবচেয়ে গ্লানি-গঞ্জণার দিন ১৫ আগস্ট। কষ্টে বুক বিদীর্ণ হওয়ার দিন ১৫ আগস্ট। দিনটি হতভাগ্য জাতির জাতীয় শোক দিবস।

প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও যথাযোগ্য শ্রদ্ধা, ভাবগাম্ভীর্য ও আনুষ্ঠানিকতার মধ্যদিয়ে বিএইচবিএফসি জাতীয় শোক দিবস পালন করে। সরকারী ছুটির এদিনে সমগ্র জাতি পিতৃহত্যার গ্লানি থেকে মুক্তির মানসে স্বেচ্ছায় শতস্ফুর্তভাবে শাপ মোচন ও প্রায়শ্চিত্তের জন্য শ্রদ্ধা, স্মরণ, শপথ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করে থাকে।

বক্তৃতারত মো. আব্দুল মহিন। মঞ্চে উপবিষ্ট (বাঁ থেকে) মো. সাখাওয়াত হোসেন এ্যাড মুহাম্মদ দীদার আলী ড. দৌলতন্নাহার খানম ও মো. আমিন উদ্দিন

এবছর ১৫ আগস্ট বিএইচবিএফসি'র জাতীয় শোকদিবস পালনের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয় জাতির জনকের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্যদিয়ে। এদিন প্রত্যুষে ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধুর বাসভবনের সামনে তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি.দায়িত্ব) ড. দৌলতুন্নাহার খানম। এসময় কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন) মো. আমিন উদ্দিন, বিভাগীয় প্রধান: উপ-মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ, ঢাকা, সাভার ও নারয়ণগঞ্জস্থ জোনাল অফিসসমূহের ব্যবস্থাপকগণ এবং সর্বস্তরের বিপুলসংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় শোকদিবসের কর্মসূচীর অংশ হিসেবে এদিন কর্পোরেশনের সদর দফতরস্থ প্রধান কার্যালয় চত্তরে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি.দায়িত্ব) ড. দৌলতুন্নাহার খানম সভায় সভাপতিত্ব করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের তাৎপর্য বিষয়ে বক্তাগণ আলোকপাত করেন। আলোচনা ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট মুহাম্মদ দীদার আলী। এসময় কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন) মো. আমিন উদ্দিন ও ঢাকা মহানগর বঙ্গবন্ধু পরিষদের দফতর সম্পাদক মো. আবদুল মতিন ভূইয়া উপস্থিত ছিলেন। বিএইচবিএফসি'র বিভাগীয় প্রধানগণ, সাতটি জোনাল অফিসের ব্যবস্থাপকবৃন্দসহ সর্বস্তরের বিপুলসংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায় আমন্ত্রিত নেত্রীবৃন্দ, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিএইচবিএফসি বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা পরিষদ ও শ্রমিকলীগের নেত্রীবৃন্দ এবং অফিসার কল্যাণ সমিতির নেত্রীবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর অবিসংবাদিত নেতৃত্ব, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা অর্জনে মহান কৃতিত্ব, সোনার বাংলার স্বপ্ন এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে জাতির জনকের দৃষ্টান্তমূলক অবদানের বিষয়ে সারগর্ব বক্তব্য রাখেন। সভায় স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের অব্যহত ষড়যন্ত্র ও সপরিবারে জাতির জনককে হত্যার ঘৃণ্য কর্মকান্ডের তীব্র নিন্দা করা হয়। সাথে সাথে ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ডের কলঙ্কজনক অধ্যায় এবং এর ফলে জাতীয় রাজনীতির পট পরিবর্তনের নেতিবাচক নানা ঘটনার প্রেক্ষাপটে শোককে শক্তিতে পরিণত করার আহবান জানানো হয়। বক্তারা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ও আদর্শ বাস্তবায়নে সরকারকে সর্বাত্মক সমর্থন ও সহযোগিতা করার বিষয়ে সকলকে দীপ্ত শপথে অঙ্গীকারাবদ্ধ হওয়ারও আহবান জানান।

জাতীয় শোকদিবসের আলোচনার পর দোয়া মাহফিল এবং সবশেষে দরিদ্রদের মাঝে রান্নাকরা খাবার বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য, দিবসটি পালনের আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে প্রতিষ্ঠানের সকল মাঠপর্যায়ের অফিসেও আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

উদ্বোধনী ফিতা কাটছেন সাংসদ ফজলে হোসেন বাদশা(পাঞ্জাবী পরিহিত)। তাঁর বাঁ দিকে দণ্ডায়মান পর্ষদ চেয়ারম্যান শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ। উপস্থিত আছেন ড. দৌলতুন্নাহার খানম (বাঁ দিক থেকে চতুর্থ) এবং মো. আমিন উদ্দিন (ডান থেকে দ্বিতীয়)।

রাজশাহীতে নিজস্ব অফিস ভবনের

শুভ উদ্বোধন

গত ২৩ জুলাই বিভাগীয় শহর রাজশাহীতে কর্পোরেশনের নিজস্ব অফিস ভবনের শুভ উদ্বোধন করা হয়। রাজশাহী-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব ফজলে হোসেন বাদশা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের ফিতা কাটেন এবং এর আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। বিএইচবিএফসি পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট ব্যাংকার শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। এ সময় কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি.দায়িত্ব) ড. দৌলতুন্নাহার খানম, মহাব্যবস্থাপক মো. আমিন উদ্দিন, রাজশাহী অফিসের ব্যবস্থাপক মো. আলাউদ্দিন এবং এ অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। নগরীর মনিবাজারস্থ নানকিং চাইনিজ রেস্তোরা'র দরবার হলে ভবন উদ্বোধনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা হয়।

বিগত শতাব্দীর সত্তর দশক থেকে দেশের উত্তরাঞ্চলের প্রাণকেন্দ্র রাজশাহীতে বিএইচবিএফসি'র অফিস চালু করা হয়। সে থেকে অদ্যাবধি ভাড়া বাড়িতেই দাফতরিক কাজ পরিচালনা করা হচ্ছিল। নিজস্ব ভবন স্থাপনের জন্য সরকারের তরফ থেকে জমি বরাদ্দ পাওয়ার পরও কেটে গেছে কয়েক দশক। অবশেষে কর্তৃপক্ষের সাহসী সিদ্ধান্তের ফলে নিজস্ব অফিস ভবনে কার্যালয় স্থানান্তর সুসম্পন্ন হলো।

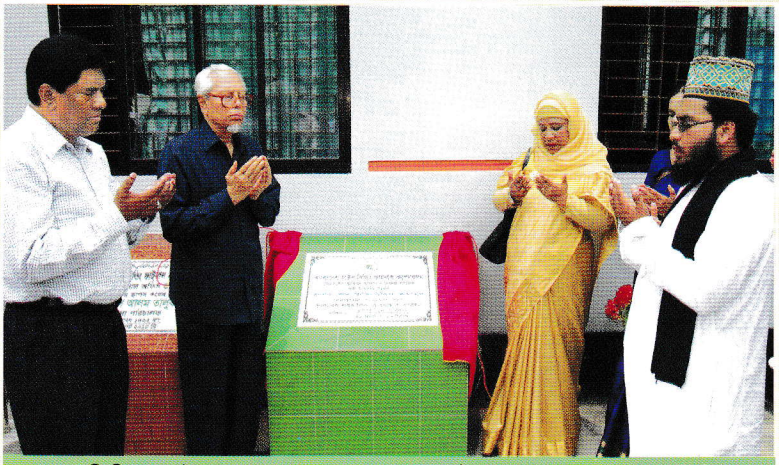

ভিত্তিপ্রস্তর উন্মোচনের পর মোনাজাত। পর্ষদ চেয়ারম্যান (বাঁ থেকে দ্বিতীয়), ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডান থেকে দ্বিতীয়) ও মহাব্যবস্থাপক (বাঁ থেকে প্রথম)

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি, কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মহাব্যবস্থাপক ও জোনাল ম্যানেজার বক্তব্য রাখেন। তাঁরা কর্পোরেশনের নিজস্ব ক্যাম্পাসে নিজ অফিস ভবনটিকে গৃহঋণ সহায়তা ও এ সংক্রান্ত নাগরিক সেবার আদর্শ পাদপীঠ হিসেবে গড়ে তোলার আহবান জানান।

পর্ষদে দুই নতুন পরিচালক অভিষিক্ত

সম্প্রতি কর্পোরেশন পরিচালনা পর্ষদে দু'জন নতুন পরিচালক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত পরিচালকদ্বয় হলেন জনাব মো. আকতার-উজ-জামান ও জনাব শামস আল-মুজাহিদ। জনাব মো. আকতার-উজ-জামান সদস্য (প্রশাসন ও অর্থ) রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এবং জনাব শামস আল-মুজাহিদ যুগ্ম-সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে কর্মরত আছেন। নতুন পরিচালকদ্বয় সাবেক দু'জন পরিচালক : জনাব মো. জিল্লার রহমান ও জনাব ভবেশ চন্দ্র পোদ্দার এর স্থলাভিষিক্ত হলেন। বিগত ২৮ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ৪৪০-তম সভায় নতুন পরিচালকদের ফুলেরতোড়া উপহার দিয়ে বরণ করে নেন পর্ষদ চেয়ারম্যান শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ। অন্যান্য পরিচালকবৃন্দ ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি. দায়িত্ব) ড. দৌলতুন্নাহার খানম এসময় উপস্থিত ছিলেন।

নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক

আফরোজা গুল নাহার

নতুন এমডি আফরোজা গুল নাহার (প্রথম সারিতে ডান থেকে দ্বিতীয়)কে ফুলেল-শুভেচ্ছায় বরণ

গত ৮ সেপ্টেম্বর নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক পেয়েছে বিএইচবিএফসি। এর আগে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এক প্রজ্ঞাপনে বিশিষ্ট ব্যাংকার আফরোজা গুল নাহার-কে পদোন্নতি দিয়ে এ প্রতিষ্ঠানে পদায়ন করে। বিএইচবিএফসি-তে যোগদানের পূর্বে তিনি জনতা ব্যাংক লিমিটেড-এ উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। উল্লেখ্য, আফরোজা গুল নাহার রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব) থেকে মহাব্যবস্থাপক (জিএম) পদে পদোন্নতি পান। এরপর তিনি প্রায় ৪ বছর বিএইচবিএফসি-তে জিএম (প্রশা.)'র দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর চাকুরী জীবনের শুরু বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে। ১৯৮৩ সালে।

আফরোজা গুল নাহার-এর জন্ম ১৯৫৭ সালের ৩১ অক্টোবর। বর্তমান ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার লাহিড়ীহাট গ্রামে। শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগী পিতা-মাতার কণিষ্ঠ কন্যা তিনি। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃষি অর্থনীতিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। এর পর কৃষি বিপনণ বিষয়ে থিসিসও সমাপ্ত করেন। পেশাগত জীবনে প্রশিক্ষণ, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামসহ নানা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সফর করেছেন তিনি। আফরোজা গুল নাহার বিএইচবিএফসি'র প্রতিনিধি হিসেবে ২০১৩ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাত সফর করেন।

গত ৮ সেপ্টেম্বর বিএইচবিএফসি-তে যোগদানের পর কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিভিন্ন সংগঠনের নেত্রীবৃন্দ প্রতিষ্ঠানটির একজন একনিষ্ঠ সুহৃদ এবং এক সময়ের সহকর্মীকে পুনরায় নিজেদের মাঝে পেয়ে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে তাঁকে বরণ করেন।

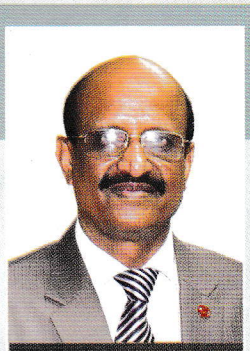

মো. আব্দুল খালেক খাঁন

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের বিদায়

গত ৩০ আগস্ট কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আব্দুল খালেক খাঁন-এর বিদায় উপলক্ষে এক বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। প্রতিষ্ঠানের সদর দফতরস্থ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানটি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পর্ষদ চেয়ারম্যান শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ। মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন) ড. দৌলতুন্নাহার খানম অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন। এসময় মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন) মো. আমিন উদ্দিন, বিভাগীয় প্রধানগণ এবং সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মো. আব্দুল খালেক খান বিগত ২৮ আগস্ট পদোন্নতি পেয়ে বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশনে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অতি স্বল্প সময়ের দায়িত্ব পালনকালে তিনি প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রিয় একজন মানুষে পরিণত হন মর্মে বক্তাগণ তাঁদের বক্তৃতায় উল্লেখ করেন। এসময় বক্তব্য রাখেন পিএইচআরডি বিভাগের প্রিন্সিপাল অফিসার জনাব মো. নজরুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতা পরিষদের নেত্রীবৃন্দ। আরো বক্তব্য রাখেন এজিএম. মো. খাইরুল ইসলাম, প্রশাসন বিভাগের উপ-মহাব্যবস্থাপক (বর্তমানে মহা-ব্যবস্থাপক), মো. জাহিদুল হক, পাবনা অঞ্চলের বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আব্দুল বাতেন, মহাব্যবস্থাপক ড. দৌলতুন্নাহার খানম ও মো. আমিন উদ্দিন এবং প্রধান অতিথি ও পর্ষদ চেয়ারম্যান শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ। সবশেষে বিদায়ী ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবন এবং বিএইচবিএফসি-তে সংক্ষিপ্ত কর্মকালের স্মৃতি তুলে ধরেন। তাঁকে কর্পোরেশনের স্মারক-ক্রেষ্ট প্রদান করা হয়।

মো. জাহিদুল হক নতুন মহাব্যবস্থাপক

উষ্ণ শুভেচ্ছায় বরণ

মো. জাহিদুল হক

গত ৭ সেপ্টেম্বর একজন নতুন মহাব্যবস্থাপক (জিএম) পেয়েছে বিএইচবিএফসি। অর্থমন্ত্রণালয়ের ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এদিন এক প্রজ্ঞাপনে মো. জাহিদুল হক-কে মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি দিয়ে অত্র কর্পোরেশনে পদায়ন করে। এদিন অপরাহ্নে তিনি বিএইচবিএফসি-তে পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদে যোগদান করেন। পদোন্নতির পূর্বে মো. জাহিদুল হক বিএইচবিএফসি-তে প্রশাসন বিভাগের উপ-মহাব্যবস্থাপক পদে কর্মরত ছিলেন ।

দিনাজপুর জেলার বোচাগঞ্জ উপজেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৯৬৪ সালের ১ মে তাঁর জন্ম। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং-এ সম্মানসহ প্রথম শ্রেণিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর ১৯৯০ সালে তৎকালীন বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংকে (বর্তমান বিডিবিএল) ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা হিসেবে পেশাজীবন শুরু করেন। বিএইচবিএফসি-তে যোগ দেন ১৯৯৫ সালে। প্রিন্সিপাল অফিসার থেকে বর্তমান পর্যন্ত অত্র প্রতিষ্ঠানেই আছেন মো. জাহিদুল হক। কর্পোরেশনের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন মানুষ মো. জাহিদুল হক। মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি এবং নিজ প্রতিষ্ঠানে পদায়ন হওয়ায় কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিভিন্ন সংগঠনসমূহের নেতৃবৃন্দ তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনার মধ্যদিয়ে বরণ করে নেন।

জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়কালে অবসরোত্তর ছুটিতে গমন করলেন যাঁরা

জনাব মো. সিরাজুল ইসলাম
প্রিন্সিপাল অফিসার
পিএইচআরডি বিভাগ
শেষ কর্মদিবস ঃ
১৬ জুলাই ২০১৬

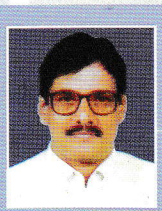

জনাব মো. ইউনুস মজুমদার
প্রিন্সিপাল অফিসার
জোনাল অফিস, চট্টগ্রাম
শেষ কর্মদিবস ঃ
২৫ জুলাই ২০১৬

জনাব মো. হাফিজ উল্যাহ্
নির্বাহী প্রকৌশলী
ইসিএস বিভাগ
শেষ কর্মদিবস ঃ
৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬

কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা ও শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান

গত ৫ আগস্ট কর্পোরেশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাক্ষেত্রে কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা ও এককালীন বৃত্তি প্রদান করা হয়। এ উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানের সদর দফতরস্থ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির অর্থ, প্রশংসাপত্র ও উপহারসামগ্রী তুলে দেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি. দায়িত্ব) ড. দৌলতুন্নাহার খানম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। কর্পোরেশনের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অবিভাবক এবং মেধাবী শিক্ষার্থীবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সংবর্ধনা ও বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, অফিসার কল্যাণ সমিতির আহবায়ক, পরিকল্পনা ও মানব সম্পদ উন্নয়ন বিভাগ এবং প্রশাসন বিভাগের উপ-মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ কৃতি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে উপদেশমূলক বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন) মো. আমিন উদ্দিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও পর্ষদ চেয়ারম্যান মহোদয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক সন্তানতুল্য শিক্ষার্থীদের পুঁথিগত বিদ্যার গণ্ডি ছাড়িয়ে জ্ঞানের বৃহত্তর দুনিয়ায় অবাধ বিচরণের আহবান জানান। পর্ষদ চেয়ারম্যান তাঁর উপদেশ ও দিকনির্দেশনামূলক বক্তৃতায় শিক্ষার্থীদের জাতীয় মেধাতালিকায় স্থান অর্জনের জন্য উপযুক্ত ফল অর্জনসহ গবেষণা ও উদ্ভাবনী মানষিকতা অর্জনের আহবান জানান। তিনি তাদের ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়া এবং চপলতার হাতছানি থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে চলার পরামর্শ দেন।

নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক
প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

উদ্বোধনী বক্তব্য রাখছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক (মাঝে)। উপস্থিত আছেন দুই মহাব্যবস্থাপক (ডান থেকে ১ম ও ২য়)

গত ২৮ ও ২৯ সেপ্টেম্বর 'নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন' বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা প্রতিষ্ঠানের সদর দফতরস্থ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। সরকারের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সহযোগিতায় কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। ২৮ সেপ্টেম্বর পূর্বাহ্নে সংক্ষিপ্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে কর্মশালা শুরু হয়। কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আফরোজা গুল নাহার প্রধান অতিথি হিসেবে কর্মশালার আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করেন। এসময় দু'জন মহাব্যবস্থাপকঃ যথাক্রমে জনাব মো. আমিন উদ্দিন ও জনাব মো. জাহিদুল হক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সকল বিভাগীয় প্রধান: উপ-মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ এবং জোন-৩, ঢাকার জোনাল ম্যানেজার ও সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। প্রশিক্ষণ কর্মশালাটিতে ৫টি গ্রুপের হয়ে সর্বমোট ২০ জন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অংশ নেন। প্রতিষ্ঠানের ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের উপ-মহাব্যবস্থাপক ড. সৈয়দ মোহাম্মাদ মোয়াজ্জাম হোসেন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। উদ্বোধনী বক্তৃতায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনগনকে সর্বোত্তম সেবা প্রদানে সাশ্রয়ী কর্মপদ্ধতি উদ্ভাবনে প্রশিক্ষণ কর্মশালাটিকে সময়োপযোগী ও চিন্তাপ্রসূত পরিকল্পনা বলে মত প্রকাশ করেন।

নাগরিক সেবায় জনবান্ধবতার নিয়ামক, সেবা-সমস্যা চিহ্নিতকরণ, নির্বাচিত সেবায় বিদ্যমান, সময়, খরচ এবং ভ্রমণ (টিসিভি) কমিয়ে তা জনবান্ধবকরণ সংক্রান্তে হাতে-কলমে কাজ করা হয়। কর্পোরেশনের সদর দফতর, জোনাল অফিস, জোন-১, ৩, ৪ এবং ৫ থেকে মোট পাঁচটি দল কর্মশালায় উদ্ভাবনী আইডিয়া প্রদান করে। ঋণ পরিশোধ প্রক্রিয়া সহজীকরণ, ঋণ মঞ্জুরী সহজীকরণ, রিয়েল-টাইম ঋণের তথ্য প্রদান, দ্রুত দলিলপত্র ফেরৎ এবং বিভাজনমূলে বাড়ির মালিকানা হস্তান্তরে প্রক্রিয়া সহজ করতে দলগুলো উদ্ভাবনী ধারণা ব্যক্ত করে। এটুআই প্রেরিত এতদ্বিষয়ক প্রশিক্ষক ও সমবায় অধিদপ্তরের যুগ্ম-নিবন্ধক জনাব মো. মাহবুবুর রহমান লিড-ফ্যাসিলিটেটর ও কর্পোরেশনের সহকারী মহাব্যবস্থাপক জনাব মো. নুর আলম সরদার সহযোগি ফ্যাসিলিটেটর হিসেবে টানা এ প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি পরিচালনা করেন। ২৯ সেপ্টেম্বর অপরাহ্নে সংক্ষিপ্ত সমাপনি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কর্মশালাটি শেষ হয়।

পর্ষদ চেয়ারম্যান (মাঝে) এর সভাপতিত্বে অডিট রিপোর্ট স্বাক্ষর। উপস্থিত আছেন চার পরিচালক (বাঁ থেকে দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং ডান থেকে প্রথম ও দ্বিতীয়) এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডান থেকে তৃতীয়)। বাঁ থেকে প্রথম মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন)

অডিট রিপোর্ট অনুমোদন

গত ১০ আগষ্ট কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদের ৪৩৮-তম সভায় বিএইচবিএফসি'র ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের অডিট রিপোর্ট অনুমোদন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান শেখ আমিনউদ্দিন আহমেদ। পর্ষদের পরিচালকবৃন্দঃ যথাক্রমে সুধাংশু শেখর বিশ্বাস, মো. আকতার-উজ-জামান, মো. জালাল উদ্দিন ও শামস আল মুজাহিদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। অনুমোদিত রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে কর্পোরেশনের অর্জিত মুনাফার পরিমাণ ১৫৭.৬৯ কোটি টাকা। এ অর্থবছরে ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩১১.২১ ও ২৭১.৭৩ কোটি টাকা। ঋণ আদায়ের পরিমাণ ৪৮২.৭৩ কোটি টাকা যা আদায়যোগ্য ঋণের ৮৬.৬০ শতাংশ। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছর শেষে প্রতিষ্ঠানটির শ্রেণীকৃত ঋণ মোট ঋণের ৬.৮১ শতাংশ। উল্লেখ্য, ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে এর হার ছিল ৭.১৪ শতাংশ। শ্রেণীকৃত ঋণের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানটির কোনও প্রভিশন ঘাটতি নেই। এ অর্থবছরে মোট সম্পদের পরিমাণ পূর্বের ৩ হাজার ৫শ ৭৭ কোটি ৯৯ লক্ষ থেকে বেড়ে ৩ হাজার ৬ শত ২১ কোটি ৪১ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়েছে।

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের অডিট রিপোর্ট অনুমোদন অনুষ্ঠানে ঋণ মঞ্জুরী, বিতরণ ও আদায় কাজে বিদ্যমান নীতিমালার যথাযথ প্রয়োগ ও পরিপালন এবং অভ্যন্তরীণ কন্ট্রোল ব্যবস্থার প্রশংসা করা হয়। সভায় প্রতিষ্ঠানের সার্বিক ব্যবসায়িক অর্জনে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানানো হয়।

প্রসঙ্গত, সদ্য সমাপ্ত (প্রভিশনাল) ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে শ্রেণীকৃত ঋণ ৬.১৯ শতাংশ। গত বছর থেকে এ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি দশমিক ৬২ শতাংশ। সার্বিক আদায় পূর্ববর্তী (২০১৪-২০১৫) বছর অপেক্ষা ৩৫.৬৭ কোটি টাকা বেশী। মুনাফা বেশি ৯.২৯ কোটি টাকা। তহবিল স্বল্পতার কারণে ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণ কিছুটা কমলেও অধিক আদায়ের মাধ্যমে বেশি মুনাফা অর্জন উন্নত ব্যবস্থাপনা ও উত্তম পারফর্মেন্স এর পরিচয় বহন করে।

কোটি টাকায়

সূচক	২০১২ - ২০১৩	২০১৩ - ২০১৪	২০১৪ - ২০১৫
ঋণ মঞ্জুরী	৫৩৯.২৫	২৮৫.১৮	৩১১.২১
ঋণ বিতরণ	৪৩৭.৪৯	৩৮৮.৯০	২৭১.৭৩
ঋণ আদায়	৪৫১.৯৪	৪৫৯.১৮	৪৮২.৭৩
শ্রেণীকৃত ঋণ	৯.২৫৭	৭.১৪%	৬.৮১%
মুনাফা	১৮৮.৯৯	১৯৩.১৮	১৫৭.৬৯

অফিসভিত্তিক ঋণ বিতরণ ২০১৪-২০১৫ অফিসভিত্তিক ঋণ আদায়

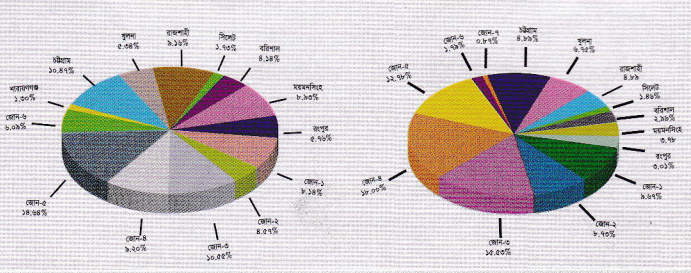

সম্পাদক মন্ডলী ঃ **ড. দৌলতুন্নাহার খানম,** ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতি. দায়িত্ব)
মো. বদিউজ্জামান, সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার

প্রকাশনা ঃ পরিকল্পনা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ, বিএইচবিএফসি
২২, পুরানা পল্টন, ঢাকা -১০০০
E-mail : bhbfc@bangla.net, web : www.bhbfc.gov.bd